ব্যাকডেটেড

দীপাঞ্জন পাল

আর ভালো লাগে না এভাবে বন্দী থাকতে। দেখতে দেখতে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই কাঁচের ঘর থেকে মুক্তি মেলেনি আমার আজও। ঘোলাটে কাঁচের দরজা ভেদ করে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ঢাকঢোল বাজিয়ে একদল ছেলেমেয়ে মা দুর্গার মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। হঠাৎ মনে পড়ল আজতো মহাষষ্ঠী। আগে আজকের দিনে আমি নতুন সাজে সেজে উঠতাম। আমায় ঘর থেকে বের করে নানা রকম জিনিসে, নানা রকম নকশায় সাজিয়ে তোলা হতো যার যার অভিরুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মাপে। আমারও বেশ লাগতো আলাদা আলাদা সাজে সাজতে। কখনো আপত্তি করিনি তাই।

সেজেগুজে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত হইহই করে ঘুরে বেড়াতাম শহরে, গ্রামে পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। দিনরাত এক করে মজা করে ঘুরে বেড়াতাম। আট থেকে আশি সকলকে জড়িয়ে ধরে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার কাজ। আমার গায়ের নতুন গন্ধে নিজেদের আনন্দের ঠিকানা খুঁজে পেত সবাই।

ধীরে ধীরে আমার সুখের দিন ফুরিয়ে এলো। ঠাঁই হলো ছোট্ট এই কাঁচের ঘরে। তারপর থেকে কত দূর্গাপূজো এলো আবার চলেও গেলো। কিন্তু আমার বন্দী দশা ঘুচলো না। আমি নাকি ব্যাকডেটেড হয়ে গেছি। এখনকার ট্রেন্ড অনুযায়ী আমি তাই বাতিলের খাতায়। অথচ আমার পরে এসেও সেদিনকার রংবেরঙের ছেলেছোকরার দল দিব্যি বাজারে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা পুজোর আগেই সেজেগুজে চলে আসে। আমার মতো ওদেরকে সাজানোর জন্য বাড়তি সময় ব্যয় করতে হয় না। ওরা জন্ম থেকেই একেবারে ঝাঁ চকচকে। ওদেরকে আলাদা ভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে না। সময়ের চাহিদা মেনে ওরা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আসে বাজারে। ওদের কদর আমার থেকে অনেক বেশি। আর যত দোষ শুধু আমার বেলায়।

এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না আমার দিকে। কতবছর হলো দর্জিকাকার সাথে দেখা হয় না আমার। মন খারাপ করে একা একা পড়ে থাকি এই ছোট্ট কাঁচের ঘরে। কেউ একবার ভাবেওনা আমায় নিয়ে। অথচ আগে আমায় ছাড়া শুধু দুর্গাপুজো কেন, কোনো অনষ্ঠানই ভারতে পারাতা না কেউ। আর আজ সেই আমিই রঙিন চকচকে রেডিমেড জামা কাপড়ের ভিড়ে অবহেলায় দোকানের কোণে পড়ে থাকা ব্যাকডেটেড কাপড়ের একটা টুকরো। দোকানের তাকে পড়ে থাকতে থাকতে ধুলো জমে গেছে আমার ভাঁজে। যখন নতুন কেউ দোকানে আসে তখন এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে। ভাবি, হয়তো এবারে আমার মুক্তি হবে। এবারে হয়তো আমি যেতে পারবো দর্জিকাকার দোকানে আবারো। মন মাতানো নকশায় দর্জিকাকাও সাজাবে আমায়। কিন্তু প্রতিবারই আমার মন ভেঙে দিয়ে আমার পাশেই সেজেগুজে থাকা রেডিমেড জামাটা হাতে করে হাসিমুখে নিয়ে যায় সকলে। আমি পড়ে থাকি নীরবে আড়ালেই। এখন বেশ বুঝতে পারি যে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে একেবারেই। আর কেউ আমায় কোনোদিনই এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে না। অযত্নে অবহেলায় ধুকতে ধুকতে একদিন আমার ঠাই হবে আস্তাকুঁড়ে। দর্জিকাকা আমায় হয়তো ভুলেই গেছে এতদিনে।

হঠাৎ আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো 'দূর্গা মাইকি, জয়' ধ্বনিতে। ঢাকের তালে কোমর দুলিয়ে মায়ের কাঠামো নিয়ে বিসর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়েছে সকলে। আজ বিজয়া দশমী। ভাবতে ভাবতে তিন দিন কেটে গেলো তবুও ভাবনার শেষ হয় না। এত মন খারাপ, এত অনিশ্চয়তার ভিড়েও বারবার বেহায়া আশাগুলো মনের কোণে উঁকি দেয় বেয়াড়ার মতো। কে জানে হয়তোবা ''আসছে বছর আমার হবে।''